যুগান্তর

তারিখ 23 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

তানভীর আহমেদ

বিজ্ঞান শাখায় যারা এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের অনেকেই আসন্ন মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় (এমবিবিএস) অবতীর্ণ হবে। স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে ২০০৭-২০০৯ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশের ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ১ম বর্ষ এমবিবিএস কোর্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য নির্ধারিত করমে বেশ কিছু শর্তে আবেদনপত্র আহবান করেছে।

কিছু মৌলিক শর্ত : ১। আবেদনকারীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

২। (ক) যারা ২০০৪ সালের পূর্বে এসএসসি/দাখিল/ও-লেভেল/১০ম গ্রেড/সমমান পরীক্ষায় পাস করেছে তারা আবেদনের যোগ্য নয়।

(খ) যারা পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও জীববিদ্যাসহ এইচএসসি/আলিম/এ-লেভেল/১২তম গ্রেড/সমমান পরীক্ষায় ২০০৬ ও ২০০৭ সালে পাস করেছে তারাই কেবল আবেদনের যোগ্য।

৩। শিক্ষাগত যোগ্যতা

এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-এর যোগফল ন্যূনতম ৮.০০ থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় জিপিএ ৩.৫০-এর নিচে গ্রহণযোগ্য হবে না।

পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী অর্থাৎ উপজাতীয় এবং তিনটি পার্বত্য জেলার অ-উপজাতীয় কোটাভুক্ত আসনের প্রার্থীর ক্ষেত্রে প্রাপ্ত জিপিএ-এর যোগফল ন্যূনতম ৭.০০ থাকতে হবে। তবে কোন অবস্থাতেই এসএসসি এবং এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় জিপিএ ৩.০০-এর নিচে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এইচএসসির বায়োলজিতে সবার ক্ষেত্রে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ হতে হবে।

আসন সংখ্যা : পুরনো ৮টি মেডিকেল কলেজের প্রত্যেকটিতে ১৭৫ জন করে এবং অন্য ৬টি মেডিকেল কলেজের প্রতিটিতে ১০০ জন করে সর্বমোট ২,০০০ ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। এছাড়াও আরও ৬০টি সংরক্ষিত আসন রয়েছে।

সংরক্ষিত আসন : * পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী অর্থাৎ তিনটি পার্বত্য জেলার উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় কোটাভুক্ত আসনের জন্য ১২টি এবং পার্বত্য জেলা ছাড়া অন্যান্য জেলার পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী (উপজাতীয়) প্রার্থীদের জন্য ৮টিসহ সর্বমোট ২০টি আসন সংরক্ষিত থাকবে। পার্বত্য জেলার ১২টি আসনের মধ্যে— রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার প্রতিটি থেকে ৩টি উপজাতীয় এবং ১টি অ-উপজাতীয় প্রার্থীর জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে।

* মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য ৪০টি অতিরিক্ত আসন সংরক্ষিত থাকবে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এসব সংরক্ষিত আসনে প্রার্থীদের অন্যান্য প্রার্থীদের ন্যায় ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। এই সংরক্ষিত আসনগুলোতে সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ দেয়া হবে। যুক্তিযুক্ত সংখ্যক মেধাভিত্তিক অপেক্ষমাণ তালিকা প্রকাশ করা হবে এবং শূন্য আসনে মেধাভিত্তিক ভর্তি করা হবে।

ফরম বিতরণ সীমিত সংখ্যক : * সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে কোন মেডিকেল কলেজেই ৪ হাজারের বেশি ফরম বিতরণ করা হবে না।

* ভর্তি পরীক্ষা কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। যে কোন মেডিকেল কলেজ থেকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা একই কথা। ঢাকা, স্যার সলিমুল্লাহ ও বেগম খালেদা জিয়া মেডিকেল কলেজ কেন্দ্রে অতিরিক্ত চাপ পরিহার করার জন্য শুধু ঢাকা বোর্ড থেকে পাস করা ছাত্রছাত্রীদের ওই কলেজগুলো থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে বলা হয়েছে। ঢাকা বোর্ড থেকে পাস করা ছাত্রছাত্রীরা ইচ্ছে করলে এসব মেডিকেল কলেজ ছাড়াও অন্য যে কোন মেডিকেল কলেজ থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে পারবে।

আবেদনপত্র বিষয়ক তথ্য : * এমবিবিএস লিখিত ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের সর্বমোট ৫২০ টাকা (অফেরতযোগ্য) পরিশোধ সাপেক্ষে নির্দিষ্ট মেডিকেল কলেজ থেকে ফরম সংগ্রহ করতে হবে।

* প্রার্থীকে নিজে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে এবং তা যথাযথ নির্দেশনা মেনে পূরণ করার পর নির্ধারিত স্থানে জমা দিয়ে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

* একজন ফরম সংগ্রহকারীকে প্রতিবারে একটির বেশি আবেদনপত্র তথা ফরম দেয়া হবে না। * আবেদনপত্রের রোল নং স্বাস্থ্য অধিদফতর কর্তৃক অটোমেটিক নাম্বার জেনারেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে নির্ধারিত হওয়ার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ তা আবেদনপত্রে লিপিবদ্ধ করে প্রবেশপত্র প্রদান করবে।

* আবেদনপত্রের সঙ্গে নিম্নলিখিত সনদগুলো সংযুক্ত করতে হবে—

১) এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষাদ্বয়ের মার্কশিটের সত্যায়িত ফটোকপি। ২) এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার পাসের সনদ/টেস্টিমোনিয়ালের সত্যায়িত ফটোকপি। ৩) জেলা কোটা দাবির ক্ষেত্রে স্থানীয় সিটি কর্পোরেশনের মেয়ের/পৌরসভার চেয়ারম্যান/ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ ওয়ার্ড কমিশনারের প্রত্যয়নপত্রের ফটোকপি। ৪) চার কপি সদ্যতোলা পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ছবি। ৫) পার্বত্য জেলার উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পার্বত্যবিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র এবং অন্যান্য জেলার উপজাতীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে গোত্র প্রধান ও ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি। ৬) মুক্তিযোদ্ধার সন্তান সংরক্ষিত আসনের জন্য প্রার্থীর পিতামাতার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সপক্ষে মুক্তিযোদ্ধাবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী স্বাক্ষরিত সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।

ভর্তি ফরম বিতরণ ও জমা : এমবিবিএস ভর্তির ফরম তথা আবেদনপত্র আগামী ১৯/৯/০৭ তারিখ থেকে সব সরকারি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের দফতরে পাওয়া যাবে। ভর্তির আবেদনপত্র ও এসআইএফ ফরম ধীরস্থিরভাবে পূরণ করে একই মেডিকেল কলেজে আগামী ৯/১০/০৭ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত জমা নেয়া হবে।

পরীক্ষা পদ্ধতি : এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষাটি মোট ২০০ নম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। এখানে এসএসসি এবং এইচএসসির ফলাফলের জন্য ১০০ নম্বর।

* এসএসসি ৪০ নম্বর। এসএসসিতে প্রাপ্ত জিপিএর ৮ গুণ।

* এইচএসসি ৬০ নম্বর। এইচএসসিতে প্রাপ্ত জিপিএর ১২ গুণ।

অবশিষ্ট ১০০ নম্বর এমসিকিউ পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

লিখিত পরীক্ষার নম্বর বিভাজন : রসায়নবিদ্যা (এইচএসসি) ২৫, পদার্থবিদ্যা (এইচএসসি) ২০, জীববিদ্যা (এইচএসসি) ৩০, ইংরেজি ১৫ এবং সাধারণ জ্ঞান ১০। এবারের পরীক্ষায় বিশেষভাবে উল্লেখ্য, লিখিত পরীক্ষায় প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে। অর্থাৎ কোন পরীক্ষার্থী মোট চারটি ভুল উত্তর প্রদান করলে মোট নম্বর থেকে তার পূর্ণ ১ নম্বর কাটা যাবে।

লিখিত পরীক্ষা : আগামী ২৬/১০/০৭ তারিখ শুক্রবার সকাল ১০টায় সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে এমবিবিএস ভর্তির লিখিত পরীক্ষা ১ ঘণ্টায় অনুষ্ঠিত হবে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য : * মেধা কোটায় ৮০% ও জেলা কোটায় ২০% প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। * ভর্তি পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল ও প্রার্থীর দেয়া কলেজ পছন্দের ভিত্তিতে প্রার্থী কোন কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে তা নির্ধারণ করা হবে। * ভর্তি পরীক্ষার আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ, নিরীক্ষাকরণ এবং ফলাফল চূড়ান্তকরণ কম্পিউটারের মাধ্যমে হবে। এসআইএফ ফরম এবং উত্তরপত্র ওএমআর মেশিনে পরীক্ষা করা হবে। * ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের কার্যালয় ও নিম্নোক্ত ওয়েবসাইটে জানা যাবে। www.dghs.org.bd